গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১/২/৯২-বিধি/২৭

তারিখ ঃ ২৭ মাঘ, ১৪১৫ / ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৮ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের মপবি-১/২/৯২-বিধি/ ১২৯নং স্মারকে জারিকৃত নির্দেশাবলী বাতিলপূর্বক সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ যাত্রা এবং সফর শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিবেনঃ-

(১) মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠতম ২ জন মন্ত্রী।
(২) মন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৩) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান।
(৪) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধান।
(৫) মন্ত্রিপরিষদ সচিব; সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।
(৬) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৭) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
(৮) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
(৯) রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব।
(১০) মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
(১১) মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
(১২) মহা পুলিশ পরিদর্শক।
(১৩) রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
যুগ্ম সচিব।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সেনা বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৫। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৬। মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
৭। মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
৮। মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৯। রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১১। মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
১২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিসেবা শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং- মপবি-১/৭/৮৬-বিধি/৮৬

তারিখ ঃ ২১ আষাঢ়, ১৪১৪ / ০৫ জুলাই, ২০০৭

বিষয় ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ১৪ আগস্ট, ২০০৫ তারিখের নং-মপবি-১/৭/৮৬-বিধি/৭১ নং স্মারকের নির্দেশাবলী সংশোধনপূর্বক সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা ও বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিবেনঃ

(১) ঢাকায় অবস্থানরত ২জন সিনিয়র উপদেষ্টা।
(২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা।
(৩) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান।
(৪) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধানগণ।
(৫) মন্ত্রিপরিষদ সচিব; সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ।
(৬) স্বরাষ্ট্র সচিব।
(৭) রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব।
(৮) সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
(৯) পররাষ্ট্র সচিব।
(১০) মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
(১১) মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
(১২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক।
(১৩) রাষ্ট্রাচার প্রধান।

(মোঃ মাহফুজুল হক)
যুগ্ম সচিব

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
২। সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ।
৩। সচিব, জন বিভাগ/রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৪। সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৫। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৬। মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
৭। মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
৮। মহা-পুলিশ পরিদর্শক।
৯। মহামান্য রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
১০।মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-১, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
১১। রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১২। উপদেষ্টা মহোদয়গণের একান্ত সচিব।
১৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিসেবা শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-৩/১/২০০১-বিধি/৮৫

তারিখঃ ২০ আষাঢ়, ১৪১৪ / ০৪ জুলাই, ২০০৭

বিষয়ঃ মাননীয় উপদেষ্টাগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন মাননীয় উপদেষ্টাগণকে বিদায় সম্বর্ধনা ও স্বাগত জানানোর জন্য নীতি নির্ধারণ করে সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ ভ্রমণকালীন রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী জারি করা হলোঃ

১.১ বিদেশ ভ্রমণঃ

সরকারি কাজে বিদেশে সফরকালীন সময় উপদেষ্টাগণের বাংলাদেশ ত্যাগ ও দেশে প্রত্যাবর্তনকালে বিমান বন্দরে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেনঃ

(ক) বিদেশ সফরের বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, সচিব কর্মস্থলে না থাকলে/ সচিব উপদেষ্টার সফর সঙ্গি হলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা;

(খ) বিদেশ সফরের বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রটোকল অফিসার (যদি থাকে)।

১.২ দেশের অভ্যন্তরে সফরঃ

(১) দেশের অভ্যন্তরে সরকারি কাজে সফরকালে উপদেষ্টাগণের ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাগমনের সময় উপদেষ্টা ইচ্ছা পোষণ করলে তাঁর আগমন ও প্রস্থানের স্থানে সফরের বিষয় সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব ও প্রটোকল অফিসার (যদি থাকে) উপস্থিত থাকবেন।

(২) জেলা সদরে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ পুলিশ কমিশনার এবং সফরের বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা উপদেষ্টার আগমন ও বিদায়ের স্থানে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন।

(৩) জেলা সদরে উপস্থিত থাকার জন্য সাধারণভাবে জেলা প্রশাসক অথবা পুলিশ সুপার বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ পুলিশ কমিশনারের নিজের সরকারি সফর বাতিল বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জেলা সদরের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন। তবে জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার পূর্বেই নিজের সফর সূচী জারি করে থাকলে উপদেষ্টার সফর সূচী পাওয়ার পর বিষয়টি মাননীয় উপদেষ্টাকে সফরের পূর্বেই অবহিত করবেন।

(৪) উপদেষ্টা উপজেলা সদর অথবা উপজেলার যে কোন স্থানে সফরকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী পুলিশ সুপার এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের স্থানীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাবেন। আবশ্যক না হলে জেলা প্রশাসক কিংবা পুলিশ সুপারের এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।

(৫) উপদেষ্টার আগমন ও প্রস্থানের সময় ঢাকা বিমান বন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর উপস্থিতির প্রয়োজন নেই।

(৬) কোন জেলা/উপজেলায় উপদেষ্টার আগমন/প্রস্থানের সময় আশে পাশের জেলার বিমানবন্দর/রেল স্টেশন ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহৃত হ'লে ট্রানজিট স্থানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের উপস্থিতির প্রয়োজন নেই; এক্ষেত্রে ট্রানজিট স্থানে জেলা প্রশাসকের উপর্যুক্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

(৭) উপদেষ্টার আগমন ও প্রস্থানের সময় বিভাগীয় কমিশনার অথবা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিআইজি) এর উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই। বিভাগীয় কমিশনার সদর দপ্তরে উপস্হিত থাকলে উপদেষ্টার আগমনের পর তিনি তাঁর সাথে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করতে পারেন।

(৮) উপদেষ্টার সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৯) দেশের অভ্যন্তরে উপদেষ্টার রেলযোগে ভ্রমণকালীন সময়ে রেলওয়ে পুলিশ নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবেঃ

(ক) উপদেষ্টার সফরসূচী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশ সুপার তৎক্ষনাৎ সংশ্লিষ্ট রুটের সকল পুলিশ স্টেশন/ফাঁড়িকে অবহিত করবেন।

(খ) যে স্টেশনে উপদেষ্টার ট্রেন হতে অবতরণ এবং পুনরায় আরোহণ করবেন অথবা কোন জংশনে যে স্থানে ট্রেন বদলের প্রয়োজন হবে সেসব স্থানে পুলিশের একজন পরিদর্শক/উপ-পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন।

(গ) রেলযোগে কোন জেলায় গমন ও প্রস্থানের সময় সংশ্লিষ্ট জেলার রেলওয়ে পুলিশ সুপার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকবেন।

২. সাধারণ নির্দেশাবলীঃ

২.১ উপদেষ্টাগণের সফরসূচী সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কার্যালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। সফরসূচীতে কোন পরিবর্তন হলে তাও যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

২.২ সফরসূচী প্রণয়নের সময় সফরটি সরকারি, না ব্যক্তিগত তা উপদেষ্টাগণ অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করবেন এবং ভ্রমণ সূচীতে তা উল্লেখ করতে হবে। সরকারি সফরের সময় উপদেষ্টাগণের জন্য সরকারিভাবে যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যক্তিগত সফরের জন্য যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলে উপদেষ্টাগণকে প্রচলিত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

২.৩ উপদেষ্টার একান্ত সচিব/সহকারী একান্ত সচিবগণ উপদেষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী এতদ্‌সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রিগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৮ নভেম্বর, ২০০১ তারিখের মপবি-৩/১/২০০১-বিধি/১৩৯ নং স্মারকে জারিকৃত নির্দেশাবলী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালীন সময়ে স্থগিত থাকবে।

(আলী ইমাম মজুমদার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নং-মপবি-৩/১/২০০১-বিধি/৮৫

তারিখ ঃ ২০ আষাঢ়,১৪১৪ / ০৪ জুলাই, ২০০৭

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৪। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬। জেলা পুলিশ সুপার (সকল)।
৭। উপদেষ্টাগণের একান্ত সচিব।
৮। মন্ত্রিপারিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। যুগ্মসচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১/২/৯২-বিধি/১৭

তারিখ ঃ ২০ ফাল্গুন, ১৪১৩ / ০৪ মার্চ, ২০০৭

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ যাত্রা এবং সফর শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিবেনঃ-

(১) ঢাকায় উপস্থিত ২জন সিনিয়র উপদেষ্টা।
(২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা।
(৩) ডিপ্লোমেটিক কোরের প্রধান।
(৪) স্বাগতিক দেশ/দেশসমূহের মিশন প্রধানগণ।
(৫) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্যসচিব, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ।
(৬) সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
(৭) স্বরাষ্ট্র সচিব।
(৮) পররাষ্ট্র সচিব।
(৯) মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর।
(১০) মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর।
(১১) রাষ্ট্রাচার প্রধান।
(১২) বাংলাদেশ বিমানের প্রধান/প্রতিনিধি (যদি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ বিমানের বাণিজ্যিক ফ্লাইট ব্যবহার করেন)।

২। এতদ্বারা এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের মপবি-১/২/৯২-বিধি/১২৯ নম্বর স্মারকে জারীকৃত আদেশটি বাতিল করা হইল।

মোঃ মাহফুজুল হক
যুগ্ম-সচিব

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
২। সেনা বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-১, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৫। উপদেষ্টা মহোদয়গণের একান্ত সচিব।
৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
৭। সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিসেবা শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রতিকৃতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ চৈত্র, ১৪১৫/০১ এপ্রিল, ২০০৯

নং-মপবি-প্রতিকৃতি/২০০৬-বিধি/৫২-সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তাঁহার প্রতিকৃতি সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, মিলনায়তন ও গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

নং- মপবি/প্রতিকৃতি/২০০৬-বিধি/০৮

তারিখ ঃ ০৮ মাঘ, ১৪১৩ / ২১ জানুয়ারি, ২০০৭

বিষয় ঃ প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি সংক্রান্ত।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও স্পীকার এর কার্যালয়ে এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০২ নভেম্বর, ২০০৬ তারিকের মপবি/প্রতিকৃতি/২০০৬-বিধি/৭৪ নং স্মারকটি এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(আলী ইমাম মজুমদার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।

২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

৩। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

৪। উপদেষ্টাগণের একান্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

নং- মপবি/প্রতিকৃতি/২০০৬-বিধি/৭৪

তারিখ ঃ ১৮ কার্তিক, ১৪১৩ / ০২ নভেম্বর, ২০০৬

বিষয় ঃ সরকারি অফিস-আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি টানানো প্রসঙ্গে।

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও স্পীকার এর কার্যালয়ে এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ আবু সোলায়মান চৌধুরী
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।

২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

৩। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

৪। উপদেষ্টাগণের একান্ত সচিব।

মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১৭/১/২০০৯-বিধি/১১০

তারিখ ঃ ২২ আষাঢ়, ১৪১৬ / ০৬ জুলাই, ২০০৯

বিষয়ঃ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণ কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী হতে ব্যয়।

The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর 16(2) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯ নভেম্বর ২০০০ তারিখে জারীকৃত মপবি-৩/১/৯৮-বিধি/১৫২ নম্বর স্মারকের (১) নং ক্রমিক বর্ণিত শর্তের সাথে নিম্নরূপ শর্ত সংযোজন হবে মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

(১) "তবে শর্ত থাকে যে, বন্যা/ঘুর্ণিঝড়/প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকা ও মঙ্গাপীড়িত জেলাসমূহের ক্ষেত্রে দরিদ্র, নিঃস্ব, বিকলাঙ্গ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ তহবিল হতে শতভাগ অনুদান প্রদান করা যাবে।"

(লুৎফুন নাহার বেগম)
উপ সচিব
ফোনঃ ৭১৬৬১৮১

বিতরণঃ

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।
২। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীগণের একান্ত সচিব(সকল)।
৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও বিধি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-৩/১৬/৮৯-বিধি(২য় খন্ড)/৬১

তারিখ ঃ ০৩ বৈশাখ, ১৪১৬ / ১৬ এপ্রিল, ২০০৯

বিষয়ঃ মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের সার্বক্ষনিক গাড়ির অতিরিক্ত জীপ গাড়িতে সিএনজি সরবরাহ সংক্রান্ত।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৬ জুলাই, ২০০২ তারিখের মপবি-১৭/১/২০০১-বিধি/৮৪ নং স্মারক এবং ০১-১১-২০০৮ তারিখের মপবি-৩/১৬/৮৯-বিধি(২য় খন্ড)/১৫৬ নং স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, "মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের আবশ্যকীয় কাজে ব্যবহারের নিমিত্ত বিশেষ করে মফস্বল সফরের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত সার্বক্ষনিক গাড়ীর অতিরিক্ত জীপ গাড়ীর জন্য সিএনজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা দৈনিক সর্বোচ্চ ১০(দশ) লিটার জ্বালানীর পরিবর্তে ১৫ (পনের) ঘনমিটার এবং হ্রাসকৃত হারে ঐ একই গাড়ীর জন্য দৈনিক সর্বোচ্চ ৯ (নয়) লিটার জ্বালানীর পরিবর্তে ১৩.৫ (সাড়ে তের) ঘনমিটার সিএনজি সরবরাহ করবে।

(মাহ্‌ফুজা আখতার)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৭১৬৮৭৩২

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৩। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৫। যুগ্ম সচিব(সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৭। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের একান্ত সচিব (সকল)।
৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

নং-মপবি-৩/১৬/৮৯-বিধি(২য় খন্ড)/১৫৫

তারিখঃ ১৭ কার্তিক, ১৪১৫ / ০১ নভেম্বর, ২০০৮

বিষয়ঃ মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণের সার্বক্ষনিক গাড়ীর জ্বালানী মূল্যের বিপরীতে ১০% হ্রাসকৃত হারে জ্বালানী ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।

অর্থ বিভাগের ২৮-৮-২০০৮ তারিখের অম/অবি/বা-১/বাজেট(০৭)/২০০৭/৭৩২ নং পরিপত্রের প্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ীর বিপরীতে দৈনিক ২০ (বিশ) লিটার জ্বালানী মূল্যের সমপরিমান টাকা জ্বালানী ভাতার পরিবর্তে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ১০% হ্রাসকৃত হারে দৈনিক ১৮ (আঠার) লিটার জ্বালানী মূল্যের সমপরিমান টাকা জ্বালানী ভাতা প্রদান করা হবে।

২। আদেশটি জারির দিন থেকে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
যুগ্ম সচিব।

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। যুগ্ম সচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-১, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৭। মাননীয় উপদেষ্টা/স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণের একান্ত সচিব।
৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

নং-মপবি-৩/১৬/৮৯-বিধি(২য় খন্ড)/১৫৬

তারিখঃ ১৭ কার্তিক, ১৪১৫ / ০১ নভেম্বর, ২০০৮

বিষয়ঃ মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণের সার্বক্ষনিক গাড়ির অতিরিক্ত জীপ গাড়ীতে ১০% হ্রাসকৃত হারে জ্বালানী সরবরাহ সংক্রান্ত।

অর্থ বিভাগের ২৮-৮-২০০৮ তারিখের অম/অবি/বা-১/বাজেট(০৭)/২০০৭/৭৩২ নং পরিপত্রের প্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণের আবশ্যকীয় কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে, বিশেষ করে মফস্বল সফরের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত সার্বক্ষনিক গাড়ীর অতিরিক্ত জীপ গাড়ীর জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দৈনিক সর্বোচ্চ ১০(দশ) লিটার জ্বালানীর পরিবর্তে, ১০% হ্রাসকৃত হারে দৈনিক সর্বোচ্চ ৯ (নয়) লিটার জ্বালানী সরবরাহ করবে।

২। আদেশটি জারির দিন থেকে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
যুগ্ম সচিব।

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। যুগ্ম সচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-১, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৭। মাননীয় উপদেষ্টা/স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণের একান্ত সচিব।
৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১৭/১/২০০৬-বিধি/৬৬

তারিখ ঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪ / ২৮ মে, ২০০৭

বিষয়ঃ স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে দেয় অর্থের পরিমান বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর 16(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ মে, ১৯৮৮ তারিখের মপবি-৩/১/৮৮-বিধি/১৫০ নং অফিস স্মারকে বর্ণিত মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হইতে কোন একটি কেইসে দেয় অর্থের পরিমান ১০,০০০/- টাকা হইতে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করিল।

২। এ উন্নীতকরণ ১লা জানুয়ারী ২০০৭ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক)
যুগ্ম-সচিব

বিতরণঃ

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, (সকল)।
২। প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৩। উপদেষ্টাগণের একান্ত সচিব (সকল)।
৪। উপ সচিব, জেলা প্রশাসন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব, (মন্ত্রী ও সচিব সেবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৭। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

জাতীয় শোক দিবস পালন ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও পতাকা বিধি অনুসরণ সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭/০৪ জুন, ২০১০

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০-৭৮-রাজধানীর পুরান ঢাকার নবাব কাটরার নিমতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিস্ফোরিত হয়ে স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১০৯ জন নিহত এবং দেড়শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এছাড়া, সম্প্রতি তেজগাঁও-এর বেগুনবাড়ির বিলের পাশে পাঁচতলা ভবন ধসে ২৫জন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। অনাকাঙ্খিত এ ঘটনা দু'টিতে জাতি আজ শোকাহত।

২। বর্ণিত ঘটনা দু'টিতে নিহতদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সরকার এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, আজ শুক্রবার দেশের সকল মসজিদে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের জীবন ও সম্পদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা হবে; অনুরূপভাবে দেশের সকল মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হবে; নিহতদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রাদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ০৫ জুন, ২০১০/২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ তারিখ শনিবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালন করা হবে। উক্ত দিবসে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম আবদুল আজিজ এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি(১ম খণ্ড)/৩৬

তারিখঃ ১৫ ফাল্গুন, ১৪১৫ / ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

বিষয়ঃ নিহত সেনা কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২৫ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ঢাকার পিলখানাস্থ বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর কিছু সংখ্যক বিপথগামী সদস্য কর্তৃক সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনায় সেনাবাহিনীর নিহত কর্মকর্তাগণকে প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। এমতাবস্থায়, সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিহত সেনা কর্মকর্তাগণকে প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মাহ্ফুজা আখতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৭৩২

বিতরণঃ

১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

অনুলিপিঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁহাকে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তবাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে জরুরী ভিত্তিতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ফাল্গুন, ১৪১৫/২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

নং-মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি(১ম খণ্ড)/৩৫ - সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ঢাকার পিলখানাস্থ বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর কিছু সংখ্যক বিপথগামী সদস্য কর্তৃক সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনায় নিহত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এবং ০১ মার্চ ২০০৯ ৩ (তিন) দিন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালন করা হইবে। উক্ত দিবসসমূহে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্)
যুগ্ম সচিব

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার,সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহকে অবহিত করার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল।
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। তাঁহার বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
৫। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁহাকে উপর্যুক্ত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে জরুরী ভিত্তিতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল।
৭। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা। তাঁহাকে উপর্যুক্ত প্রজ্ঞাপনটির ১০০ (একশত) কপি মুদ্রণ করিয়া অদ্যই সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।
৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ শ্রাবণ, ১৪১৫/১১ আগস্ট, ২০০৮

নং-মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি/১২৩ - সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকিবে।

২। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩ আগস্ট ২০০২ তারিখে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি নং মপবি-৫/১/২০০১-বিধি/১১৪ এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫/২০ মে, ২০০৮

নং-মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি/৮৩ - সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, সম্প্রতি মিয়ানমারে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানির কারণে নিহতদের স্মরণে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫/২১ মে, ২০০৮ তারিখ বুধবার বাংলাদেশের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তারিক-উল-ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ,ঢাকা সেনানিবাস।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)/রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৪। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (তাঁকে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিষয় নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। তাঁহার বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
৭। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁহাকে উপর্যুক্ত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে জরুরী ভিত্তিতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল।
৮। উপসচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তাঁহাকে উপর্যুক্ত প্রজ্ঞাপন সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
৯। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা। তাঁহাকে উপর্যুক্ত প্রজ্ঞাপনটির ১০০ (একশত) কপি মুদ্রণ করিয়া অদ্যই সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১০। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

নং-মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি/৩০

তারিখঃ ০৫ চৈত্র, ১৪১৩ / ১৯ মার্চ, ২০০৭

বিষয়ঃ People`s Republic of Bangladesh Flag Rules,1972 প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর পত্র নং-জেঃপ্রঃঢঃ/গোঃ/২০০৭-০৮ তারিখ ১৮-০২-২০০৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় পতাকা একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার পরিচায়ক। People`s Republic of Bangladesh Flag Rules,1972 এ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার আকার, রং এবং ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে (কপি সংযুক্ত)। জাতীয় পতাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধি, ১৯৭২ যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য বিভিন্ন সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র জারী করা হলেও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরনে কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জাতীয় পতাকার যথাযথ ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে দেশের সর্বসাধারণকে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করা হলে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হবে বলে আশা করা যায়।

২। এমতাবস্থায়, জাতীয় পতাকার যথাযথ ব্যবহার/প্রদর্শন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণ জেলা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এবং স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী(স্কাউট)/প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ দ্বারা বৃহত্তর সমাজ/জনগোষ্ঠি (Wider community) এর মাঝে People`s Republic of Bangladesh Flag Rules,1972 (Revised up to July,2005)-এর প্রয়োজনীয় অংশ বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের সর্বসাধারণকে জানানোর উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে টেলিভিশনে উল্লিখির রুলস এর প্রয়োজনীয় অংশ প্রচারেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(মাহ্‌ফুজা আখতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৭৩২

বিতরণঃ

১। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।

২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/বরিশাল। — সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এ বিভাগে অবহিতকরণের অনুরোধসহ।

৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সুচব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বিধি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ কার্তিক, ১৪১৩/২৩ অক্টোবর, ২০০৬

নং-মপবি-৫/১/২০০১-বিধি/৭০ - সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৭ই নভেম্বর, ২০০৬ তারিখে সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তফা কামাল হায়দার
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ মাঘ, ১৪১২/১৬ জানুয়ারি, ২০০৬

নং-মপবি-৫/১/২০০১-বিধি/০২ - সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ এঁর মৃত্যুতে তাঁহার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ৪ মাঘ, ১৪১২/১৭ জানুয়ারি, ২০০৬ মঙ্গলবার জাতীয় পর্যায়ে শোক দিবস পালন করা হইবে। উক্ত দিবসে বাংলাদেশের সকল সরকারী, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তফা কামাল হায়দার
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বিধি)
ফোনঃ ৭১৬৪৪৫৬।

Rules of Business অনুসরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নং- ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১০-১০৮

তারিখঃ ০৩ শ্রাবণ, ১৪১৭ / ১৮ আগস্ট, ২০১০

পরিপত্র

বিষয় ঃ Rules of Business, 1996 অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ প্রসঙ্গে।

সরকারি কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(৬) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Rules of Business, 1996 প্রণীত হয়েছে। পররাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন সকল বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Rules of Business, 1996 এর rule-15 এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে; এছাড়া বিদেশী সরকার, দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত বিধিমালার rule-29 এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। একই বিধিমালার Schedule IV এ যে সকল বিষয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে, তাও নির্ধারিত আছে। Allocation of Business among the Different Ministries and Division (Schedule I of the Rules of Business, 1996) এর ক্রমিক 21 এ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS শিরোনামের অধীনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন সুনির্দিষ্ট। তাসত্বেও, কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ Rules of Business, 1996 এ বর্ণিত বিধানাবলীর ব্যত্যয় ঘটিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ পরিচালনা/নিষ্পত্তি করছে যা অনভিপ্রেত এবং Rules of Business এর পরিপন্থী।

২। সরকারের কার্যপরিচালনা পদ্ধতি সঠিকভবে অনুসরণ করে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটাই সরকারের কাম্য।

৩। এমতাবস্থায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ প্রক্রিয়াকরণে Rules of Business, 1996 এর rule-15, rule-29, Schedule IV Ges Allocation of Business among the Different Ministries and Division (Schedule I of the Rules of Business, 1996) যথাযথ অনুসরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ মঈন উদ্দিন
যুগ্ম-সচিব

বিতরণঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।
৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।

২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

৪। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-১, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।

৫। উপদেষ্টা/স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট মহোদয়গণের একান্ত সচিব।

৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৭। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

নং-মপবি-৪(৫)/২০০৩-বিধি(খন্ড-১)/৩২

তারিখঃ ০৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৩ / ২২ মে, ২০০৬

পরিপত্র

বিষয়ঃ পররাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন সকল বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

পররাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন সকল বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Rules of Business, 1996 এর Rule-15-এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে। এতদ্বসত্ত্বেও কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ Rules of Business, 1996 এর Rule-15-এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে সরাসরি বিদেশী প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ/আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এ ধরণের কার্যক্রমের বিষয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবহিত থাকে না বিধায় বাংলাদেশের সাথে অন্য দেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্রে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিষ্পত্তিতে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসু কূটনৈতিক কৌশল/উপায় নির্ধারণের সুযোগ কমে যায়।

২। বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন সকল বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ সরকার নির্ধারিত বিধি/বিধান ও নির্দেশ যথাযথ অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করবে এটাই সরকারের কাম্য।

৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন সকল বিষয়ে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে Rules of Business, 1996 এর Rule-15 যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে অনুরোধ করা হ'ল।

মোস্তফা কামাল হায়দার
যুগ্ম-সচিব।

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৫। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়গণের একান্ত সচিব।
৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।

পোষাক পরিধান সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১৬/১/৯১-বিধি/১৪৬

তারিখঃ ৩০ ভাদ্র, ১৪১৬ / ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

পরিপত্র

বিষয়ঃ সকল বেসরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠানে পরিধেয় পোষাক

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ সকল বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ব্যতীত মার্চ হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত স্যুট, টাই পরিধান না করে অফিসে প্যান্ট, শার্ট (অর্ধ/পুরাহাতা) পরিধান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। তাঁর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।
৪। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁকে উপর্যুক্ত পরিপত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল।
৭। উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি-১৬/১/৯১-বিধি/১৩৮

তারিখঃ ১৭ ভাদ্র, ১৪১৬ / ০১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

পরিপত্র

বিষয়ঃ কর্মকর্তাদের অফিসে পরিধেয় পোষাক।

সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের অফিসে পরিধেয় পোশাকের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৭ মে ১৯৮২ তারিখের ১৬/১/৮২-বিধি নং সার্কুলার সংশোধনক্রমে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, সকল পুরুষ কর্মকর্তা মার্চ-নভেম্বর সময়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে স্যুট-টাই পরিধান না করিয়া অফিসে প্যান্ট, শার্ট (অর্ধ/পুরাহাতা) পরিধান করিবেন।

২। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(**এম আবদুল আজিজ** এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)। তাঁহার বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।
৪। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁহাকে উপর্যুক্ত পরিপত্র বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল।
৭। উপনিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১০-৯৭

তারিখঃ ১১ শ্রাবণ, ১৪১৭ / ২৬ জুলাই, ২০১০

বিষয়ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নকল্পে কার্যাদি নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭১.০০৬.০৪.০০.০১৪.২০১০-১৫৮; তারিখ ১৩-৭-২০১০।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫ মে, ২০১০ তারিখের, ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩,২০১০-৬৬নং পরিপত্রের অনুবৃত্তিক্রমে নথি ব্যবস্থাপনার 'খ' অংশ পরিবর্তনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী নিয়োজিত রয়েছেন সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়/নথিসমূহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

২। বর্ণিত ব্যবস্থা যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(**এম আবদুল আজিজ** এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা ।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।
৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১০-৬৬

তারিখঃ ২২ বৈশাখ, ১৪১৭ / ০৫ মে, ২০১০

পরিপত্র

বিষয় ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নকল্পে কার্যাদি নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন ও সুচারুভাবে কার্যাদি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং সরকারের পরিকল্পনা/নীতি/সিদ্ধান্ত ত্বরিৎ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে,-

(ক) যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী নিয়োজিত রয়েছেন সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে মন্ত্রী পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়/নথিসমূহ প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়/নথিসমূহ প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে নিষ্পত্তি করতে হবে;

(গ) একনেক বা এ জাতীয় সভাসমূহে মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

২। বর্ণিত ব্যবস্থা যথাযথ অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(**এম আবদুল আজিজ** এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)।
৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রিগণের একান্ত সচিব।
৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং-মপবি ৪(৬)/২০০৮-বিধি, তারিখঃ ২৭ নভেম্বর ২০০৮/১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৫

উত্তরা গণভবন দর্শনীর বিনিময়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা

নাটোরকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উত্তরা গণভবন দর্শনীর বিনিময়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ০১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ থেকে উত্তরা গণভবন জনসাধারণের জন্য দর্শনীর বিনিময়ে উন্মুক্তকরণ এবং এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ নিদেশাবলি জারি করছেঃ

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

উত্তরা গণভবনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নাটোরের জেলা প্রশাসক তাঁর সভাপতিত্বে একটি 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করবেন। পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন,নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, মেয়র, নাটোর পৌরসভা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন এবং সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ঃ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে কমিটি নিম্নরূপ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ

(১) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ সরকারি থোক বরাদ্দের মাধ্যমে উত্তরা গণভবনকে উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়া চালু করা হবে। 2008-09 অর্থবছরের সরকারের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বরাদ্দকৃত ১০ (দশ) লক্ষ্য টাকা। (পরবর্তীতে চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে ৩-০৪০১-০০৫৫-উত্তরা গণভবন-৫৯০১ সাধারণ মঞ্জুরি কোডে সমন্বয়কৃত) থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান করা হবে।

(ক) সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নাটোরের জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি অডিট কমিটি থাকবে। সরকারি অর্থের আয় ও ব্যায়ের হিসাব এবং নিরীক্ষার বিদ্যমান পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত কার্যক্রমের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও তা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) উত্তরা গণভবনের প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি ১০/-(দশ) টাকা ধার্য করা হবে। প্রবেশ মূল্যের হার পরিবর্তনের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে। তবে, পরবর্তীতে সরকারের রাজস্ব আয়ে প্রভাবকারী সকল প্রকার ফি/হার যতা প্রবেশ মূল্যের হার নির্ধারণ, পরিবর্তন বা রেয়াত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(গ) আর্থিক বিধিমালা অনুসরণ এবং আর্থিক শৃঙ্খলঅ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রবেশ মূল্য ও অন্যান্য ফি বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। তবে, প্রবেশ শূল্য ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সমুদয় আয় একটি স্বতন্ত্র কোড (১-০৪০১-০০০৫-২৬৮১-বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি) সরকারি হিসেবে জমা করতে হবে। উক্ত হিসাব কোডে ১ বছরের জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে ব্যয়ের জন্য পৃতক কোডে (৩-০৪০১-০০০৫-৫৯০১-সাধারণ মঞ্জুরী) বরাদ্দ প্রদান করা হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচয়পত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রবেশমূল্য অর্ধেক হতে পারে। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রে প্রবেশ মূল্য প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া বিদেশী নাগরিকদের জন্য পৃথক রেট নির্ধারণ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করবে।

(ঙ) গ্রুপ ভিত্তিক দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রে প্রবেশ মূল্য নির্ধারণে ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসাথে আগমনকারী একই পরিবার/একই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে একটি গ্রুপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

(২) জনবল সংক্রান্ত বিষয় ঃ পিডব্লিউডি এবং জেলা প্রশাসনের যে জনবল বর্তমানে উত্তরা গণভবনে কর্মরত আছে তা বহাল থাকবে এবং অতিরিক্ত জনবল প্রয়োজন হলে তা Out-sourcing- এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত হবে। দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োজিতব্য অতিরিক্ত জনবলের বেতন-ভাতাদি স্থানীয়ভাবে ব্যয়ের জন্য পৃথক কোডে (০৩-০৪০১-০০০৫-৫৯০১) সাধারণ মঞ্জুরীকৃত অর্থ হতে সংকুলান করা হবে।

(৩) উত্তরা গণভবনের পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণঃ স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ সকল বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি উত্তরা গণভবনের পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে উত্তরা গণভবনের লেকে নৌবিহারের ব্যবস্থা করা, গণভবনের প্রধান ফটকের সম্মুখস্থ জমি এবং আম বাগানে প্রবেশমূল্য/ফি নির্ধারণ সাপেক্ষে পিকনিক স্পট স্থাপন ইত্যাদি পর্যটক আকর্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(খ) উত্তরা গণভবনের প্রধান ফটকের বিপরীত দিকে অব্যবহৃত জায়গায় জরুরি ভিত্তিতে রেষ্ট হাউজ কাম ফুডকোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা দেয়ার বিষয়টি যাচাই ও পরীক্ষান্তে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(গ) উত্তরা গণভবন দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসার প্রাথমিকভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

(ঘ) রানী ভবানী প্রাসাদকে পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বেসরকারি সংস্থার সাথে উন্নয়ন ও পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২। উত্তরা গণভবনসহ প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নগরী নাটোরকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থপনা কমিটি প্রযোজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করবে। এছাড়া কমিটি উত্তরা গণভবনের প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রশাসনিক ও ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনা করে এটিকে ঐতিহাসিক স্পট ও দর্শকপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনে বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে গবেষণা এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে উত্তরা গণভবন একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা বিধায় এক্ষেত্রে এর অস্থাবর সকল সম্পত্তি, মূল/আদি স্থাপনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অবিকল ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।

৩। ভিভিআইপি সফরকালে এবং যে কোন নিরাপত্তাজনিত কারণে উত্তরা গণভবনে দর্শনার্থী ভিজিট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

৪। দর্শনীর বিনিময়ে উত্তরা গণভবন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রথম পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ভিজিটের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ, অর্থ বিভাগের মতামত এবং নির্দেশিকায় বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করবে ।

স্বাক্ষর/-
২৭-১১-২০০৮

(আলী ইমাম মজুমদার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নং-মপবি-৪(৬)২০০৮-বিধি/১৭৫(৩০)

তারিখ ঃ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ / ২৭ নভেম্বর ২০০৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
৫। সচিব, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, অর্থ বিভাগ।
৯। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
১২। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
১৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।
১৪। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
১৫। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৬। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১৭। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
১৮। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ।
১৯। প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-১, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।
২০। যুগ্মসচিব (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২১। ডিআইজি, রাজশাহী বিভাগ।
২২। জেলা প্রশাসক, নাটোর।
২৩। পুলিশ সুপার, নাটোর।
২৪। সিভির সার্জন, নাটোর।
২৫। মেয়র, নাটোর পৌরসভা, নাটোর।
২৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর।
২৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বিধি শাখা

নং-মপবি-৪/১/২০০৭-বিধি/১১১

তারিখঃ ১৩ শ্রাবণ, ১৪১৫ / ২৮ জুলাই, ২০০৮

পরিপত্র

বিষয়ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর দৈনন্দিন/জরুরী সরকারী কার্য পরিচালনার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে সাময়িক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিবগণ কর্তৃক পদবী ব্যবহার সংক্রান্ত

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সচিব-এর বিদেশ গমনের কারণে/সরকারী কাজে/অন্য কোন কারণে সচিব-এর অনুপস্থিতিতে সাময়িক সময়ের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় সচিবের দৈনন্দিন/জরুরী সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিবগণ 'ভারপ্রাপ্ত সচিব' পদবী ব্যবহার করছেন। Rules of Business, 1996 Gi Rule-2(i)(j) অনুসারে —

> "Secretary" means the Secretary (including Acting Secretary) to the Government of the People's Republic of Bangladesh being the administrative head of a Division or a Ministry."

এছাড়া, সচিবালয় নির্দেশমালা, ১৯৭৬ এর ২(ক)(১৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সচিব" (Secretary) বলতে একটি বিভাগ অথবা একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবকে (ভারপ্রাপ্ত সচিবসহ) বুঝায়। সচিব না থাকলে বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিবকে বুঝায়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য, সচিবের বিদেশে অবস্থান অথবা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে অফিসে অনুপস্থিতির বিষয়টি উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগে সচিব নেই, তা বুঝায় না।

২। উল্লেখ্য, সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'ভারপ্রাপ্ত সচিব' হিসাবে কর্মকর্তা নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই সচিবের অনুপস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় সাময়িক সময়ের জন্য সচিব-এর দৈনন্দিন/জরুরী সরকারী কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত সচিব-এর সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে তাঁর পদবী 'ভারপ্রাপ্ত সচিব' ব্যবহার করা বিধিসম্মত নয়।

৩। এমতাবস্থায়, সরকারের কার্য পরিচালনা পদ্ধতি/বিধি-বিধান অনুসরণের লক্ষ্যে এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের পদের মর্যাদা ও অবস্থান সংরক্ষণার্থে যথাযথ পদবী ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)/প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৪। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব-১, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৫। উপদেষ্টা/স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট মহোদয়গণের একান্ত সচিব।
৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।